অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলা একাডেমি চত্বর, ঢাকা, বুধবার, ১৯ মাঘ ১৪২৩, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

লেখক-গবেষক এবং প্রকাশকবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান ভাষা শহিদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০১৭-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমানসহ নাম না জানা ভাষা শহিদদের।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে যুক্ত থেকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, লাল-সবুজের পতাকা এবং পবিত্র সংবিধান।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, নির্যাতিতা দু-লাখ মা-বোন, সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় চার-নেতা এবং গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ।

সুধিমন্ডলী,

ভাষা আন্দোলন শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৪৮ সালে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ, তমুদ্দীন মজলিস এবং আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মিলে সর্বদলীয় ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়।

১১ই মার্চকে ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ঘোষণা করা হয় এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জনগণকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে।

১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘট চলাকালে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ ছাত্র-জনতা প্রবল আন্দোলনের মুখে মুসলিম লীগ সরকার ১৫ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষার দাবীতে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। পরে মিছিল নিয়ে নেতৃবৃন্দ খাজা নাজিমউদ্দিনের কাছে দাবীনামা পেশ করেন। কিন্তু ঐদিনই পুলিশ একদল ছাত্রের উপর লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা পরেরদিন সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপস্থিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও একই ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুসহ উপস্থিত ছাত্ররা আবারও প্রতিবাদ জানায়।

ভাষার দাবী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার সময় ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

১৪ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

এ সময় বঙ্গবন্ধু বন্দী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। হাসপাতালের কেবিনে প্রায়শই তিনি অলি আহাদ, মোহাম্মাদ তোহায়া, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ বিভিন্ন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করে আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিতেন। এ রকম এক বৈঠকেই ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন:**''...পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করত হবে।'' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৯৭)**

একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি মধ্যে তাঁকে মুক্তি না দিলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন। তাঁর সঙ্গে বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদও থাকবেন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গোপন বৈঠকের খবর গোয়েন্দারা টের পেয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ঢাকা কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারাগারে পৌঁছে তিনি অনশনের নোটিশ দিলেন। তাঁর অনড় অবস্থান দেখে কর্তৃপক্ষ ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে এবং মহিউদ্দিন আহমদকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

বঙ্গবন্ধু এবং মহিউদ্দিন আহমদ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কারাগারে পৌঁছেন। সেদিন থেকেই তাঁরা অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ঝুঁকিও দেখা দেয়। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ এবং ডাক্তারদের অনুরোধ সত্বেও তিনি অনশন ভাঙতে রাজি হননি।

জেলখানায় অনশনে থাকাবস্থায় তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি'র ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনার খবর পান এবং ভীষণ মর্মাহত হন।

''রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। ...ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম। ...খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।'' **(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,** পৃষ্ঠা ২০৩)

একটানা ১১দিন অনশনের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্তির আদেশ আসে এবং তিনি অনশন ভাঙেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যেমন বিপুল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, তেমিন আন্তর্জাতিক পরিসরেও বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে ভিন্নতর উচ্চতায়।

বাঙালির একুশ আজ পরিণত হয়েছে সারাবিশ্বের মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের ভাষার অধিকার আদায়ের প্রতীক দিবস হিসেবে।

কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের প্রচেষ্টায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার তৎপরতায় যুক্ত প্রয়াত রফিকুল ইসলাম এবং আমাদের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত এএসএইচকে সাদেককে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ভাষা আন্দোলনের ফসল হিসেবেই তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের ২১ দফার ১৬ নং দফার বাস্তবায়ন হিসেবে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর গড়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের বাতিঘর- বাংলা একাডেমি।

১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সেদিন বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে তাঁর বক্তব্যে সমবেত সবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন-

... আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্যে কী করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কী করেছেন? ... আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাব, সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে।

বঙ্গবন্ধু যেমন দেশের কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীসহ সকল নাগরিকের মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্য-নির্দেশ করেছেন, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সুধী,

অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী বৃহত্তম মেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বইমেলা এখন আর শুধু বই কেনাবেচার কেন্দ্র নয়, একই সঙ্গে তা বাঙালির এক ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক জ্ঞান-উৎসবের নাম।

এই বইমেলা উপলক্ষে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালিরা দেশে আসেন। বিদেশি নাগরিকেরাও এই মেলায় আসেন বইয়ের প্রতি বাঙালির অভূতপূর্ব ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করতে।

বইমেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এবং বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

আমরা বাংলা একাডেমির একুশে গ্রন্থমেলাকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি। এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। আমি মনে করি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতার অনির্বাণ আলোকস্তম্ভের মতই অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের অন্তর্জগতকে আলোকময় করবে।

আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বসভা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেও নিয়মিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে নিয়মিত বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। আপনাদের সবার প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

সুধিবৃন্দ,

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবারের বইমেলাতেই বাংলা একাডেমি প্রকাশ করছে বঙ্গবন্ধু রচিত **কারাগারের রোজনামচা** নামের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই এটি প্রকাশিত হচ্ছে।

আমরা আশা করি সর্বস্তরের পাঠক এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আরও গভীরভাবে জানবেন, বুঝবেন এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনাদর্শ অনুসরণ করে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের জন্য গৌরবের পাশাপাশি দায়িত্ববোধও বয়ে এনেছে। আমরা পৃথিবীর সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমি দেশের ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিকর্মী সবার সুদৃষ্টি ও সহযোগিতা কামনা করি।

এবছর আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাঁদের নিজস্ব ভাষায় ২৪ হাজারের বেশি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছি। পর্যায়ক্রমে সকল নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যবই তৈরি করা হবে।

আমরা তথ্যপ্রযুক্তি বান্ধব বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে প্রকাশনা-ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিয়েছি। দেশে ই-বুক কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব গুণী লেখক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৬-তে ভূষিত হলেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের সরকার এদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি ইত্যাদি দূরীকরণে আমরা অনেকটাই সফলতা অর্জন করেছি।

আমরা ধারাবাহিকভাবে ৬.৫ শতাংশের উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। একাত্তরের ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার-কাজ সম্পন্নের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডসহ রাজনৈতিক হত্যাকান্ডসমূহের সুষ্ঠু বিচার বাস্তবায়ন করেছি।

দেশের কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। শ্রমিক পাচ্ছেন যথাযথ মজুরি, নারীরা কর্মক্ষেত্রসহ জীবনের পথচলায় পাচ্ছেন সমান অধিকার। তরুণ প্রজন্ম তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য কম নয়। সম্প্রতি বাংলা একাডেমির উদ্যোগে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের **জামদানি** এবং **মঙ্গল শোভাযাত্রা** ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ এখন এক অফুরন্ত সম্ভাবনার নাম। আমরা স্বল্পতম সময়ে দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে সক্ষম হয়েছি।

তবে দেশের এই সামগ্রিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে একাত্তরের পরাজিত শক্তি, সাম্প্রদায়িক-সন্ত্রাসীচক্র নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নত ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ২০২২ সালে অমর একুশের সত্তর বছর পূর্তি। এই তিন মহান মুহূর্তকে লক্ষ্যবিন্দু নির্ধারণ করে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

একই সঙ্গে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...